মৌলিক ঐতিহাসিক থ্রিলার

ব্লাডস্টোন

নাজিম উদ দৌলা

প্রথম প্রকাশের ভূমিকা

ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের কোনো সত্য ঘটনা অবলম্বন করে ঔপন্যাসিক তার কল্পনার জাল বিস্তার করে চলেন। কিছু সত্য চরিত্র আর কিছু কাল্পনিক চরিত্রের মিশ্রণে ঐতিহাসিক পটভূমি হয়ে ওঠে অর্থবহ। অর্থাৎ যেখানে ইতিহাস থেমে যায়, সেখান থেকেই শুরু হয় ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের কল্পনার বিচরণ।

ইতিহাস আর ঐতিহাসিক উপন্যাস এক নয়। যা ঘটেছে, শুধু তারই নির্ভেজাল বর্ণনাগ্রন্থ হলো ইতিহাস। প্রমাণ ছাড়া কোনো তথ্য গ্রহণ করার কিংবা তথ্যের অদলবদল ঘটানোর সামান্যতম স্বাধীনতাও ইতিহাসবিদের নেই। কিন্তু যা ঘটেছে, ঐতিহাসিক উপন্যাস শুধু তারই ওপর নির্ভর করে লেখা হয় না। যা ঘটেছিল বা ঘটতে পারত বলে অনুমান করা যায়, তাকেও উপন্যাস সমমর্যাদায় গ্রহণ করে। ফলে ইতিহাসের সত্য যেখানে শুধু ঘটনার সত্য, উপন্যাসের সত্য সেখানে ঘটনার সত্যের সঙ্গে ঔপন্যাসিকের বোধ, কল্পনা ও হৃদয়ের সত্যের এক সমন্বিত রূপ।

তাই বলা চলে, ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া ঐতিহাসিক উপন্যাসের উদ্দেশ্য নয়। কেউ যদি ইতিহাস শেখার আশায় ঐতিহাসিক উপন্যাস পড়েন, তাহলে তিনি ভুল করবেন। অবশ্য 'ব্লাডস্টোন'কে পুরোপুরি অর্থে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায় কি না, তা নিয়ে আমি দ্বিধাগ্রস্ত। উপন্যাসের মূল পটভূমি বর্তমানের বাংলাদেশ, যেখানে ঘটনার সূত্র ধরে উঠে এসেছে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি।

ইতিহাস তুলে আনতে গিয়ে আমি যতটা সম্ভব সত্যের একদম কাছ ঘেঁষে গিয়েছি। প্রাচীন মেসোপটেমিয়া সভ্যতার প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য বিদেশি রাইটারদের লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ ও আর্টিকেল পড়তে হয়েছে আমাকে। কোনো কিছুই হুবহু ইতিহাস থেকে নেওয়া নয়। আমার কল্পনার দৃষ্টিতে দেখা দৃশ্যগুলোই বর্ণনার মাধ্যমে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করেছি। তবে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বাইবেল ও তাওরাত থেকে নেওয়া তথ্যগুলো সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবেই উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাংলার বারো ভূঁইয়াদের সময়কার অধ্যায়গুলোর কিছু আছে ইতিহাসের নির্মম সত্য আর কিছু আছে কল্পনা। তবে এর পুরোটা আমার একার কল্পনা নয়। বেশ কিছু দৃশ্যকল্প আঁকার জন্য আমাকে নির্ভর করতে হয়েছে ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'রায়নন্দিনী' উপন্যাসের ওপর। 'মাহতাব খান' আর 'অরুণাবতী' ছিল 'রায়নন্দিনী' উপন্যাসের খুব ক্ষুদ্র অংশ। কিন্তু এরাই 'ব্লাডস্টোন'-এ অনন্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর পাঠকদের অনুরোধ

করব যেন উপন্যাসটি পড়ার পর রাজা প্রতাপাদিত্যকে ঘৃণার চোখে দেখতে শুরু না করেন। উপন্যাসের খলচরিত্রের প্রয়োজনে রাজা প্রতাপের চরিত্রের মন্দ দিকগুলো তুলে এনেছি। কিন্তু এই রাজা যে বাংলাকে ভালোবেসে বাংলার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আজীবন লড়ে গেছেন, তা উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়নি।

অন্য ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে আমি যতটা সম্ভব সত্যের কাছাকাছিই থাকার চেষ্টা করেছি। ব্রিটিশ আমলের যে ইতিহাস উঠে এসেছে, তার প্রায় সবটুকুই সত্য। অ্যালেকজান্ডার দ্য গ্রেটের মৃত্যুকালীন দিনগুলোর কিছু অংশ তার প্রধান সেনাপতি টলেমির জবানবন্দি থেকে নেওয়া। কিংবদন্তি পাগানিনি সম্পর্কে এই উপন্যাসে যা কিছু জানবেন, তা পাগানিনির শিষ্যরা বলে গেছেন। মাদার তেরেসার বিশেষ মিটিং-সম্পর্কিত তথ্য ফ্রান্সিস বালা নামে এক মিশনারি কর্মীর ডায়েরি থেকে লব্ধ। সম্রাট সাইরাসের সাথে নাবোনিডাসের ব্যাটেল অব অপিস, মোগল বাদশা হুমায়ুনের দিল্লির সিংহাসন থেকে বিতাড়িত হওয়া এবং ক্ষমতা পুনর্দখল, আলেকজান্ডারের কাবুল-কান্দাহার দখলের পর পাঞ্জাব পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে আবার ফিরে চলা এবং প্রাচীন সময়কার ভৌগোলিক বর্ণনার জন্য ইন্টারনেটের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। এই জন্য গুগল মামাকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।

সৃষ্টিকর্তার অশেষ রহমতে প্রকাশিত হচ্ছে আমার দ্বিতীয় থ্রিলার উপন্যাস ‘ব্লাডস্টোন’। প্রথম উপন্যাস ‘ইনকারনেশন’ আপনাদের প্রত্যাশা কতটা পূরণ করতে পেরেছিল, তা জানি না। কিন্তু পাঠকের কাছ থেকে আমি প্রত্যাশিত ভালোবাসা পেয়েছি। আশা করি ‘ব্লাডস্টোন’-এ আপনাদের প্রত্যাশার সম্পূর্ণ প্রাপ্তি ঘটবে।

নাজিম উদ দৌলা
১১.০৫.২০১৫

নতুন সংস্করণের ভূমিকা

প্রায় পাঁচ বছর পর নতুন করে প্রকাশিত হচ্ছে ইতিহাস আশ্রিত থ্রিলার উপন্যাস 'ব্লাডস্টোন'। এত দেরি হওয়ার পেছনেও ছোট্ট একটা ইতিহাস আছে। প্রথমবার উপন্যাসটি লিখে শেষ করার পর একটা দুঃখজনক ব্যাপার ঘটেছিল। ২০১৫-এর মে মাসে লেখা শেষ হয় ৭৮ হাজার শব্দের দীর্ঘ কলেবরের এই উপন্যাসটি। এরপর সম্পাদনার কাজ করছিলাম। এত পরিশ্রমের এই সম্পদটি সেভ করা ছিল আমার কম্পিউটারের ডেস্কটপে। মেইল, অনলাইন ড্রাইভ কিংবা পেনড্রাইভে কোনো কপি ছিল না! ফলে যা হওয়ার, তা-ই হলো। কম্পিউটার ক্র্যাশ করে হার্ডডিস্ক পুড়ে গেল, 'ব্লাডস্টোন'-এর পাণ্ডুলিপি গায়েব! অনেক চেষ্টা করেও আর পাণ্ডুলিপি ফেরত পাওয়া গেল না। কী যে অবর্ণনীয় কষ্ট হচ্ছিল! অনেক সাধনার ফল এভাবে হারিয়ে যাওয়াটা মেনে নিতে পারছিলাম না কিছুতেই।

আমি মনের জোর বাড়ালাম। নিজেকে বোঝালাম–এটা হয়তো আমার জন্য একধরনের পরীক্ষা, হেরে যাওয়া চলবে না কিছুতেই। সোশ্যাল মিডিয়া আইডি ডিঅ্যাক্টিভ করে দিলাম, বন্ধুবান্ধবের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিলাম। দিনরাত টানা লিখে গেলাম পরবর্তী দুই মাস। এভাবে জুলাই মাসের শেষ দিকে গিয়ে আবারও লেখা হয়ে গেল 'ব্লাডস্টোন'। তবে এবার শব্দসংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল ৭২ হাজার। অথচ প্রথমবার ৭৮ হাজার হয়েছিল। কী ছিল ওই ৬ হাজার শব্দে, তা আমি জানি না! এরপর আগস্টের ২২ তারিখ বইটা প্রকাশিত হলো।

বই প্রকাশের অনেক পরে গিয়ে আমার খেয়াল হয় যে বইতে একটা বিশেষ অংশ বাদ পড়ে গেছে। প্রথমবার সেই অংশটা বইতে ছিল, কিন্তু দ্বিতীয়বার লেখার সময় আর সেটা মনে পড়েনি। তাতে অবশ্য মূল গল্পে কোনো প্রকার পরিবর্তন আসেনি, কিন্তু লেখক হিসেবে আমার মনে একটু আক্ষেপ ছিল। তখনই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম, সুযোগ হলে বাদ পড়ে যাওয়া অংশটুকু নতুন করে লিখে বইতে যুক্ত করে দেব। পাঁচ বছর পর অবশেষে সেই সুযোগ হলো। নতুন সংস্করণে শুধু যে বাদ পড়া অংশটুকু যুক্ত হয়েছে, তা নয়। বেশ কিছু বানান ও টুকটাক অসংগতি ঠিক করা হয়েছে। 'ব্লাডস্টোন' বইটির জন্য পাঠকের অনেক ভালোবাসা পেয়েছি আমি। আশা করছি নতুন এই সংস্করণ তাতে যোগ করবে নতুন মাত্রা।

নাজিম উদ দৌলা
২০.০১.২০২১

তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই।
মনোহরণ চপল চরণ সোনার হরিণ চাই॥
সে-যে চমকে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়, যায় না তারে বাঁধা।
সে-যে নাগাল পেলে পালায় ঠেলে, লাগায় চোখে ধাঁধা।
আমি ছুটব পিছে মিছে মিছে পাইবা নাহি পাই–
আমি আপন-মনে মাঠে বনে উধাও হয়ে ধাই॥
তোরা পাবার জিনিস হাতে কিনিস, রাখিস ঘরে ভরে–
যারে যায় না পাওয়া তারি হাওয়া লাগল কেন মোরে।
আমার যা ছিল তা গেল ঘুচে যা নেই তার ঝোঁকে–
আমার ফুরোয় পুঁজি, ভাবিস, বুঝি মরি তারি শোকে?
আমি আছি সুখে হাস্যমুখে, দুঃখ আমার নাই।
আমি আপন-মনে মাঠে বনে উধাও হয়ে ধাই॥
তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই।
মনোহরণ চপল চরণ সোনার হরিণ চাই॥

গীতিকবিতা: তোরা যে যা বলিস ভাই
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রচনাকাল: ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দ

এক

খ্রিষ্টপূর্ব ৫৯৫ অব্দ
ব্যাবিলনের দুর্গ, মেসোপটেমিয়া

রাজমহলের এই অংশে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত। শুধু সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর বিশেষ আস্থাভাজন কিছু দাস-দাসী অবাধে যাতায়াত করার সুযোগ পায়, কিন্তু সাধারণের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষেধ। ভুলেও যদি কেউ প্রবেশ করে, সরাসরি শাস্তি হিসেবে গর্দান যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে!

বিশাল শয়নকক্ষের দেয়ালজুড়ে নয়নাভিরাম কারুকার্য। পাথুরে দেয়ালে আঁকা প্রতিটি নকশায় ব্যাবিলনের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের নিপুণ পরিচর্যার পরিচয় পাওয়া যায়। দক্ষিণমুখী জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে দৃষ্টির সামনে অবমুক্ত হয় জাঁকজমকপূর্ণ ব্যাবিলন নগরীর সমস্ত আয়োজন। গোলাকৃতির নরম পশমি বিছানার চারদিক সাদা রঙের পাতলা অর্ধস্বচ্ছ পর্দা দিয়ে ঘেরা। তবে সেই পর্দা কোনোক্রমেই দৃষ্টিপথে বাধা হতে পারেনি, এপাশ থেকে ওপাশ খানিকটা ঝাপসা হলেও দেখা যায়।

'অ্যামিতিস? রানি, কোথায় তুমি?'

কারও সাড়াশব্দ নেই। সম্রাট নেবুচাদনেজার সমস্ত মহল ঘুরে এসেছেন, কোথাও তার প্রাণপ্রিয় রানি অ্যামিতিসের দেখা মেলেনি। এমনকি দাস-দাসীরাও কেউ বলতে পারছে না রানি কোথায় গেছে।

ব্যাবিলনের সম্রাজ্ঞীর এই অদ্ভুত স্বভাবের সাথে অবশ্য সম্রাট আগে থেকেই পরিচিত। প্রায়ই অ্যামিতিসকে অদ্ভুত এক বিষণ্নতা পেয়ে বসে। তখন তার আশপাশে অতি আগ্রহজনক কোনো ঘটনা ঘটলেও সে উদাস চোখে তাকিয়ে থাকে। যেন কিছুতেই কিছু যায়-আসে না। কিসের যেন অভাব তার! তিনটি সন্তানের জন্ম হয়েছে তাদের। প্রথম দুটি সন্তানের জন্ম হয় অ্যামিতিসের পিতার রাজ্য মিডিয়ানের রাজমহলে। বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পরও দীর্ঘ সময় রানি তার পিতার রাজ্যে অবস্থান করেছেন। কিন্তু তৃতীয় সন্তান গর্ভে আসার পর সম্রাট নেবুচাদনেজার স্ত্রী ও সন্তানদের ব্যাবিলনে নিয়ে আসেন। প্রথমে কিছুকাল খুব ভালোই কাটল, কিন্তু তার পর থেকেই সম্রাট লক্ষ করছেন, রানির আর এখানে মন টেকে না।

নেবুচাদনেজারের রাজ্যে অভাব বলে কিছু নেই। অ্যাসিরীয়দের হারিয়ে ব্যাবিলনের সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে আনা সম্রাট নাবাপোলাসার সুযোগ্য উত্তরসূরি

সে। তার অধীনস্থ টাইগ্রিস নদীর এ পাশের ব্যাবিলনীয় অধিবাসীরা এখন অন্যান্য সময়ের চেয়ে অনেক ভালো আছে। খাদ্য, বস্ত্র কিংবা বেঁচে থাকার অন্যান্য উপাদানের কোনো কমতি নেই রাজ্যে। সম্রাট নেবুচাদনেজার ভেবে পায় না–গোটা ব্যাবিলন থেকে শুরু করে অ্যাসিরিয়া পর্যন্ত বিস্তর সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী হওয়ার পরও কিসের অভাব অ্যামিতিসের?

এটা সত্য যে সম্পদ আর ভালোবাসা এক নয়। সম্পদের নেশাও হয়তো একটা নির্দিষ্ট সময় পর ফুরিয়ে যায়। কিন্তু ভালোবাসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার মাঝে কখনো কোনো কমতি ঘটে না। তবে নেবুচাদনেজার আর অ্যামিতিসের জীবনে সম্পদের যেমন কোনো অভাব নেই, ভালোবাসারও কোনো কমতি কখনো ছিল না। প্রাণপ্রিয় রানির জন্য সম্রাট করতে পারেন না, এমন কোনো কাজ নেই।

প্রথম দিন অ্যামিতিসকে দেখার সেই মুহূর্তগুলো মৃত্যুর আগপর্যন্ত সম্রাট নেবুচাদনেজারের স্মৃতিতে অম্লান থাকবে। অ্যাসিরীয়দের সাথে নিনেভে দখলের যুদ্ধে নেবুচাদনেজারের পিতা সম্রাট নাবাপোলাসাকে নানাভাবে সাহায্য করেন অ্যামিতিসের পিতা, মিডিয়ান রাজ্যের অধিপতি রাজা সিজারাস। কারণ, অ্যাসিরীয়দের ওপর মিডিয়ান রাজার অনেক দিনের ক্ষোভ জমে ছিল। তারা বিভিন্ন সময়ে মিডিয়ান রাজ্যে অতর্কিত হামলা চালিয়ে নানান সম্পদ হাতিয়ে নিয়ে যেত। নিনেভে দখলের পর তাই দুই রাজ্যের মধ্যে বন্ধুত্ব সম্প্রসারণের জন্য মিডিয়ান রাজার আতিথেয়তা গ্রহণ করেন ব্যাবিলনের পিতা-পুত্র। তখন নেবুচাদনেজার ছিলেন ব্যাবিলনের যুবরাজ।

মিডিয়ানে অতিথি থাকাকালে এক সন্ধ্যায়...

***

মহলের প্রধান ফটকের পাশে আরামকেদারায় বসে গোধূলির আলোয় মিডিয়ান রাজ্যের অপরূপ শোভা অবলোকন করছিল ব্যাবিলনের যুবরাজ নেবুচাদনেজার। হঠাৎ আড়াল থেকে সুরেলা কণ্ঠের গুনগুন শুনতে পেল। শব্দের উৎসের খোঁজে এদিক-ওদিকে উঁকি দিল সে। কিন্তু কোথাও কাউকে দেখতে পেল না। মনে হচ্ছে যেন অদৃশ্য থেকে কেউ গুনগুন করে বিজাতীয় একটা শ্লোক গাইছে।

যুবরাজ তার সান্ধ্য অবকাশযাপন ত্যাগ করে আরামকেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। দেখতেই হবে কে এমন সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী! যার কণ্ঠে এমন মাদকের নেশা আছে, সে দেখতেও নিশ্চয়ই অপ্সরীর মতো হবে! কিন্তু মহলের নিচ অংশের সবটুকু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কারও দেখা মিলল না। এদিকে অচেনা নারীকণ্ঠ একমুহূর্তের জন্য থামেনি, গুনগুন করেই চলেছে।

একটা পর্যায়ে যুবরাজের মনে হলো, সেই নারীকণ্ঠ হঠাৎ বুঝি গান থামিয়ে

খিলখিল করে হেসে উঠল। সম্ভবত শব্দের উৎসের খোঁজ পাওয়ার জন্য যুবরাজের এই ব্যর্থ প্রচেষ্টা দেখে উপহাস করছে কেউ একজন।

অনেক খুঁজেও না পেয়ে অবশেষে হতাশ হয়ে যুবরাজ যে মুহূর্তে ক্ষান্ত দিতে যাবে, ঠিক তখনই কেউ একজন আড়াল থেকে বলে উঠল, 'যুবরাজ কি কাউকে খুঁজছেন?'

নেবুচাদনেজার চমকে গেল! 'কে? কে? কে কথা বলে?'

'কে কথা বলে তা তো বড় কথা নয়, যুবরাজ। বরং বলুন আপনি কী খুঁজছেন? আপনি চাইলে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।' সুরেলা নারীকণ্ঠ বলল।

'অচেনা কারও সাহায্য আমি নিই না। সাহায্য করতে চাইলে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আপনাকে।'

আবার সেই খিলখিল হাসির শব্দ। একটু থেমে বলল, 'কিন্তু আমি যে জনসমক্ষে আসি না, যুবরাজ। কী করে এসে দাঁড়াব আপনার সামনে?'

হঠাৎ যুবরাজ নেবুচাদনেজারের মনে হলো, তার ডান দিকে মহলের থামের আড়ালে কিছু একটা নড়ে উঠতে দেখেছে। সে কথা বাড়ানোর উদ্দেশে বলল, 'কিন্তু আপনি আমাকে সাহায্য করতে চাইছেন কেন?'

'আপনি আমাকে না চিনতে পারেন, কিন্তু আপনি কে, তা তো আমার অজানা নয়! তাই সাহায্য করতে চাইছি আপনাকে। আপনার মতো একজন সম্মানী ব্যক্তিকে সাহায্য করার সুযোগ হাতছাড়া কেন করব, বলুন?'

এবার পরিষ্কার বুঝতে পারল নেবুচাদনেজার। বিশালাকার একটা থামের আড়ালে লাল রঙের কাপড় পরিহিতা একজন নারীর অবয়ব ফুটে উঠেছে। মুচকি হাসি ফুটল যুবরাজের ঠোঁটে। বলল, 'কিন্তু আমি যদি বলি যে আপনাকে আমি চিনি?'

'কী আশ্চর্য! আমাকে আপনি চিনবেন কী করে?' মেয়েটি অবাক হয়েছে বেশ। আপনি তো আমাকে কখনো দেখেননি!'

'সব সময় মানুষ চেনার জন্য তাকে দেখতে হয় না। অনেক সময় অনুভূতির দ্বারাও চিনে নেওয়া যায়।'

'বাব্বাহ্! যুবরাজ দেখি চমৎকার করে কথা বলতে পারেন। ছন্দমালা লেখেন নাকি?'

'ছন্দমালা আমি লিখি না। যার কণ্ঠনিঃসৃত প্রতিটি কথাই ছন্দের অনুভূতি জাগায়, তাকে ছন্দ লিখতে হয় না! আমি যোদ্ধা এবং বিজ্ঞানী।'

'বিজ্ঞানী! সম্রাটের ছেলে বিজ্ঞান শিখেছে! সত্যিই আশ্চর্য হলাম।' এবার অনেকটা ব্যঙ্গ করার ভঙ্গিতে বলা হলো, 'যা-ই হোক, যদি চিনেই থাকেন, তবে কি যুবরাজ আমার নামখানা উচ্চারণ করতে পারেন?'

কোনোরূপ দ্বিধা ছাড়াই বলে দিল নেবুচাদনেজার, 'অ্যামিতিস! মিডিয়ান রাজকুমারী।'

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কাটল। নারীকণ্ঠ আর কিছু বলছে না। সম্ভবত অবাক হওয়ার ধাক্কাটা সামলানোর চেষ্টা করছে।

'কী হলো, বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেলেন নাকি, রাজকুমারী?' যুবরাজের কণ্ঠে কৌতুকের সুর।

'আপনি...আপনি কী করে বুঝলেন?'

মেয়েটি মনে হচ্ছে ভয় পেয়েছে। যুবরাজ নেবুচাদনেজারের ঠোঁটের কোণে হাসি, ব্যাপারটাতে এখন বেশ মজা পাচ্ছে সে। বলল, 'আমি জানি মিডিয়ান রাজার একটিমাত্র কন্যা আছে। তার নাম অ্যামিতিস। আর মিডিয়ান রাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী রাজপরিবারের মেয়েরা জনসমক্ষে আসে না। সুতরাং আড়ালে থাকা ওই নারীকণ্ঠ রাজকুমারী অ্যামিতিস ছাড়া কেউ নয়!'

'ওহ্ হো!' নেবুচাদনেজারের মনে হচ্ছে ধরা পড়ে নিজেই নিজের কপাল চাপড়াচ্ছে অ্যামিতিস। হয়তো ভাবছে–'জনসমক্ষে আসি না' কথাটা বলায় ধরা পড়ে গেছে।

'আপনি কি ভাবছেন আপনি জনসমক্ষে আসেন না শুনে আমি চিনতে পেরেছি আপনাকে? তাহলে কিন্তু ভুল ভাবছেন।' বলল নেবুচাদনেজার।

'তবে সঠিক কী?' রাজকুমারীর কণ্ঠে অভিমানের সুর।

'একাকী নিঃসঙ্গ মেয়েটি সব সময় মনের গহিনে বিষণ্নতা নিয়ে বড় হয়েছে। খেলার সাথিহীন একা একা বেড়ে ওঠা মেয়েটির মধ্য থেকে ছেলেমানুষি ভাবটা তাই কাটেনি। কৈশোর পেরিয়ে যৌবনের দরজায় পা রেখেছে, অথচ ছোটদের মতো লুকোচুরি খেলার স্বভাবটুকু ভুলে যেতে পারেনি।'

আবারও কিছুক্ষণের নীরবতা। যুবরাজের মনে হলো রাজকুমারী অ্যামিতিস হঠাৎ করে বিষণ্ন হয়ে পড়েছে। হয়তো নীরবে কাঁদছে! তাকে প্রফুল্ল করার চেষ্টায় যুবরাজ বলল, 'আমি কিন্তু এটাও বলে দিতে পারি যে আপনি এই মুহূর্তে কোন ধরনের পোশাক পরে আছেন।'

আরও একমুহূর্তের নীরবতা। সম্ভবত আড়ালে রাজকুমারী অ্যামিতিস চোখ মুছল। তারপর গলায় উৎসাহ নিয়ে বলল, 'তাই নাকি? বলেন তো?'

'মিডিয়ান রাজপরিবারের জন্য বিশেষভাবে তৈরি ঐতিহ্যবাহী লাল রঙের পোশাক।'

নেবুচাদনেজার কথাটা বলতেই অ্যামিতিস বুঝে ফেলল যুবরাজ তাকে দেখতে পাচ্ছে। প্রায় সাথে সাথেই আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে অন্ধকার বারান্দা দিয়ে ঝেড়ে দৌড় দিল অ্যামিতিস। কিন্তু বিধিবাম। বড়জোর দুই পা এগিয়েছে, হঠাৎ পোশাকের ঝুলে পা বেঁধে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল।

'উহ্!' ব্যথায় কাতরে উঠল রাজকুমারী।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে যুবরাজ নেবুচাদনেজারও দৌড়ে এল। রাজকুমারী অ্যামিতিস শুয়ে আছে অন্ধকারে। ডান হাঁটুতে অসহ্য ব্যথা। চোখমুখ কুঁচকে

রেখেছে। নেবুচাদনেজার নিচু হয়ে অ্যামিতিসকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। প্রথমে একটু আপত্তি করলেও শেষে আর বাধা দিল না অ্যামিতিস। মেয়েটি এই প্রথম নিজের পিতা ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষের স্পর্শ পেল। পায়ের ব্যথা ভুলে আবেশে চোখ বুজে থাকল সে।

অন্ধকার জায়গাটুকু পেরিয়ে আসতেই মহলের প্রবেশদরজার মুখে মশালের আলোয় রাজকুমারীর মুখ দেখতে পেল নেবুচাদনেজার। বুকের ভেতর কাঁপন জাগল যুবরাজের। কোলে তুলে নেওয়া মেয়েটিকে একান্ত আপন বলে মনে হচ্ছে তার। সে অস্ফুট কণ্ঠস্বরে বলে উঠল, 'অ্যামিতিস, তোমাকে ভালোবাসি।'

অ্যামিতিস এখনো চোখ বুজে আছে। লজ্জা পাবে বলে চোখ খুলছে না। খুব আস্তে করে সে-ও বলল, 'অ্যামিতিসও আপনাকে ভালোবাসে...'

***

'সম্রাট কি রাতের খাবার খেয়েছেন?'

অ্যামিতিসের প্রশ্নে স্মৃতিরোমন্থন ফেলে বর্তমানে ফিরে এল সম্রাট নেবুচাদনেজার। বলল, 'না, খাইনি। তোমার জন্য অপেক্ষা করছি, অ্যামিতিস। একসাথে খাব।'

'আমার খিদে নেই, সম্রাট। আপনি খেয়ে নিন।'

'কেন খিদে নেই, অ্যামিতিস? কত দিন হয়ে গেল তুমি ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করো না! কী হয়েছে তোমার, রানি? কিসের কষ্ট তোমার? কিসের অভাব?'

অ্যামিতিস বিষণ্ন ভঙ্গিতে হাসল। 'আমি ঠিক আছি, সম্রাট, কিচ্ছু হয়নি আমার।'

'আজ এড়িয়ে যেতে দেব না তোমায়, অ্যামিতিস! আজ তোমাকে বলতেই হবে! কী করলে তুমি খুশি হবে, বলো?'

'আপনি তা করতে পারবেন না, সম্রাট।' অ্যামিতিস একটু হাসার চেষ্টা করল। কিন্তু সেটাকে আর যা-ই মনে হোক, ঠিক হাসি বলে মনে হলো না।

নেবুচাদনেজার কঠিন গলায় বলল, 'একবার বলেই দেখো! তোমার জন্য আমি করতে পারি না এমন কোনো কাজ নেই।'

অ্যামিতিস কিছু বলছে না।

'কেন চুপ করে আছ, রানি? বলো তুমি কী চাও? একবার বলেই দেখো আমি তোমাকে তা দিতে পারি কি না।'

'পারবেন আপনার এই মরুভূমির রাজ্য ফুলে-ফলে ভরিয়ে দিতে?' একমুহূর্ত থেমে থাকল অ্যামিতিস। তারপর আবার বলল, 'রাস্তার পাশে থাকবে বৃক্ষের ছায়া, দুর্গের চারদিকে থাকবে স্বচ্ছ পানির পরিখা আর নানান ফুলের বাগান! আর মাথার ওপর আবিরের রঙে নাওয়া লালচে আকাশ! পারবেন আমার জন্য এসব করতে?'

'এ-এসব কেন চাইছ তুমি?' নেবুচাদনেজার একটু অবাক হয়েছে রানির কথা শুনে।

'সম্রাট, আপনি বুঝতে পারছেন না কিসের অভাব আমার?' অ্যামিতিসের কণ্ঠে আবেগের বিচ্ছুরণ। 'আ-আমি ব্যাবিলনে আসার পর থেকেই আমার পিতার রাজ্যের আবহাওয়ার অভাব বোধ করছি। কৈশোর থেকে আমি প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য ধারণ করে দাঁড়িয়ে থাকা এক রাজ্যের মাঝে বড় হয়েছি। মরুভূমির এই নির্মম-নির্দয় পরিবেশের মাঝে বেঁচে থাকা আমার জন্য সত্যিই খুব কষ্টের!'

সম্রাট নেবুচাদনেজার খুব চিন্তায় পড়ে গেছে। সে অ্যামিতিসকে বোঝানোর উদ্দেশ্যে বলল, 'কিন্তু এই আবহাওয়া তো আমার নিয়ন্ত্রণে নেই, রানি! মিডিয়ান রাজ্য মেসোপটেমিয়ার পার্বত্য অঞ্চলগুলো নিয়ে গড়ে উঠেছে। চারদিকে পাহাড়-পর্বত আর নদীর সমাবেশ। পথে পথে গাছগাছালি। দিনের বেলা আবিরের আলোয় আকাশটা লালচে দেখায়। কিন্তু এই ব্যাবিলন নগরী গড়ে উঠেছে মরুভূমির বুকে। দজলা আর ফোরাত নদীর তীরবর্তী স্থানগুলোতে কিছু গাছপালা জন্মালেও দুর্গের চারদিকের মরুভূমির বালিতে কোনো গাছ জন্মায় না। প্রখর সূর্য মাথার ওপর হলদে আগুন বর্ষণ করে চলেছে। এখানে আকাশে রংধনু দেখা যায় না কখনো। আবিরের আলোয় লালচে আকাশ দেখার কোনো সুযোগ নেই।'

'আমি বলেছিলাম, সম্রাট! আপনি পারবেন না!' হাসল অ্যামিতিস, তিক্ত হাসি। 'সুতরাং আমার বিষণ্নতা দূর করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়।'

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। সম্রাট চুপ করে কিছু ভাবল। তারপর হঠাৎ দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠল, 'পারব, অ্যামিতিস। আমি পারব। তুমি যা চাও, তা-ই হবে, রানি। আগামী এক শ পূর্ণ চাঁদের পূর্ণিমার মাঝে এই মরুর বুকে আমি উদ্যান গড়ে তুলব!'

'এ কী বলছেন, সম্রাট!' এবার অ্যামিতিস দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। সে জানে সম্রাট নেবুচাদনেজারের প্রতিজ্ঞা মানে কত ভয়ংকর ব্যাপার। জীবন দিয়ে হলেও নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতি সম্রাট রাখবেই। 'এমন অসম্ভব প্রতিজ্ঞা আপনি করবেন না!'

'এ অসম্ভব নয়! সম্রাট নেবুচাদনেজার রাখতে পারবে না, এমন কোনো কথা দেয় না! তুমি তা জানো, অ্যামিতিস। আমার ওপর ভরসা রাখো!'

অ্যামিতিসের চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু চিকচিক করে উঠল। সে জানে তার সম্রাট প্রতিজ্ঞা কখনো ভঙ্গ করে না!

দুহাতে রানির মুখটা ধরে চোখে চোখ রাখল সম্রাট নেবুচাদনেজার। বলল, 'অ্যামিতিস, তোমাকে ভালোবাসি।'

অ্যামিতিসের ঠোঁটে হাসি, জবাব দিল–'অ্যামিতিসও আপনাকে ভালোবাসে, সম্রাট!'